দ্বিতীয় অঙ্ক

।। প্রথম দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [কালীধনের গদী। উঁচু একটা ফরাসের এক কোণে মোটা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে কালীধন। গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। মাথার ওপর সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিকৃতি। নিচে দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের গোলা দিয়ে বিচিত্রিত "শ্রী শ্রী কালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই কারবার করিতেছি।" পাশে লাল কাপড়ে বাঁধাই করা স্তূপীকৃত খাতাপত্র, ঘরের মাঝখানে বিরাট একটি দাঁড়িপাল্লা। মাল ওঠা-নামা চলছে। ক্যাশবাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কালীধন কী সব হিসেব-পত্তর করছে। সামনে ফরাসের এককোণে সপ্রতিভ হয়ে বসে আছে হারু দত্ত; কী একটা হিসেব কষা চলেছে যেন সামনের খাতায়; আর তারই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করছে উভয়ের চোখে মুখে, ফরাসের ডানদিকের এককোণে মাছির মতো ডুবে আছে রাজীব, দোকানের বৃদ্ধ কর্মচারী, নথিপত্তরের মাঝখানে। এমন সময় একজন ছোকরা গোমস্তা, নিরঞ্জন ওরফে রাখহরি চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে কালীধনের দিকে এগিয়ে আসে।]

চালের মজুতদার ও কালোবাজারীর কারবারী কালীধন এবং গ্রামের জোতদার হারু দত্তের কথাবার্তা থেকে চালের গোপন চালান ও মজুতের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। দেশে হা-অন্ন, চাল পাওয়া যাবে না খোলা বাজারে, কিন্তু চালের চোরা-চালান ফুলে ফেঁপে উঠছে। মুনাফাও দু'হাতে লুঠছে— উভয়েই। কালীধনের চরিত্র দোষের ইঙ্গিতটিও দেওয়া হয়েছে। এদিকে বাইরের অপরিচিত ভদ্রলোক এসে যখন অল্পকিছু চালের জন্যে কাকুতি-মিনতি করে, প্রথমে নিজেদের লোক মনে করে চাল দেবার জন্যে কালীধন প্রস্তুত হয়েও অপরিচিত লোক বুঝতে পেরে সামান্য চাল বিক্রী করতেও রাজী হয় না। যদি বা শেষ পর্যন্ত কিছু চাল দিতে রাজী হয়, কিন্তু এমনই অস্বাভাবিক দামে তা বিক্রীর কথা ওঠে যে ভদ্রলোক অপরাগ হন। শেষে খাতা-লেখক রাজীব তাকে অপমান করে— বলে, "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।" ভদ্রলোক পুলিশের ভয় দেখালেও তারা নির্বিকার— জানায় 'আরে কত জজ-মেজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখপ্যার পারে তা নি জানো!" কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। ভদ্রলোক রেগে অসহায় ভাবে চলে যায় নিষ্ফল চিৎকার করতে করতে, নিজেই ভাবে "কিন্তু কী-ই বা করব!" দোকানের ফটক বন্ধ হয়।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [একটা পার্কের অংশ, কোণে একখানা বেঞ্চ পাতা, ভেতরে কুঁড়ি-পঁচিশ জন ভিক্ষুক ভিড় করে বসে চেঁচামেচি করছে। ভিড়ের মধ্যে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা ও বিনোদিনীকে দেখা যায়। প্রধান একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। কুঞ্জ গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবছে। বিনোদিনী ফষ্টি নষ্টি করছে অন্য একজন ভিখারিণীর সঙ্গে, বস্তাবন্দী ঘর সংসার— মেটে হাঁড়ি, টিনের কৌটা— সব ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্তত, নানা বয়সের ভিখারীরা— হাসছে, কাঁদছে, ঝগড়া করছে। জনৈক সাহেবী পোশাক পরা প্রেস-ফটোগ্রাফার শিশু সন্তান কোলে জনৈক ভিখারিণীকে মডেল করে ছবি তোলার চেষ্টায় রত।]

Scanned by CamScanner

প্রধান সমাদ্দারের পরিবার শেষ পর্যন্ত ভিক্ষান্নের আশায় কলকাতার পথে এসে দাঁড়ায়। কঙ্কালসার উদ্বাস্তু এই ভিখারীরা হয় প্রেস ফোটোগ্রাফারের ছবির বস্তু। দয়া করে দু'-একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে তারা পত্রিকা বিক্রির জন্যে ভাল 'মডেল' করে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করিয়ে তুলে নেয়। প্রধানেরও ভিখারী রূপেই ছবি ওঠে।

ডোম ঢোল সহরৎ করে জানিয়ে যায় : "আরে বাজার খোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারী লোগো সব বাজার খোলামে চলা যাও।" খিচুড়ী আনতে ছোটে সবাই— এই অবসরে বিনোদিনী যায় হারিয়ে। সে পড়ে টাউটের পাল্লায়। টাউট বিনোদিনীকে চালান করে দেয় এই আশ্বাস দিয়ে যে সেখানে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না "তবে বড় লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একটু আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই।" বিনোদিনী দলছাড়া হয়ে যায়।

।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [শহরের রাজপথ, পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে সুবেশ পুরুষ ও মহিলা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের এক পাশে চেয়ার পাতা। আলোর বন্যা। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী উড়ে বেরিয়ে গেল, ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপার্ষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন; তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেল-কুড়ির মালা। মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট আহার্য সন্ধান করছে। মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ কুকুরের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আর একদিকে প্রধানকে দেখা যাচ্ছে। সে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাচ্ছে দুটি ভাতের জন্যে। হঠাৎ একটা কুকুর গর্জে ওঠে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জ ক্ষত-বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে।]

বাড়ীর কর্তা বিবাহ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করেন। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি পথে চলা দায়। ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে পঞ্চাশ জনের বেশী নিমন্ত্রণ আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু জানা যায় বিয়ে বাড়ীর কর্তা নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হাজার খানেকের কম কিছুতেই করে উঠতে পারেন নি। তিনি বলেই ফেলেন : "হ্যাঃ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে,....(হাসি) আর কি করেই বা কম করি বলো?...." দুর্ভিক্ষের বাজারে খাদ্য জোগাড় করা এদের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। চোরাবাজার যতদিন আছে কিছুতেই আটকাবে না তাদের। চোরাবাজারের সঙ্গে অগাধ-পয়সার যে সুসম্পর্ক আছে। তাদের মত "তা ও বেঁচে থাক বাবা, ব্ল্যাকমার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটিতো ঠিক পাওয়া যাবে।"

এদিকে ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কুঞ্জর কাড়াকাড়ি। কুকুর তার হাতে কামড় দেয়। রাধিকা ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরকে গাল দেয় "ভারী পাজী কুকুরতো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দূর হারামজাদা লক্ষীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা।" পরনের কাপড় থেকে একটুকরো ছিঁড়ে নিয়ে রাধিকা কুঞ্জের হাতে বেঁধে দেয়। কুঞ্জর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে

Scanned by CamScanner

বাঁধতে রাধিকার চোখে জল আসে। আপ্রাণ শুশ্রূষা করার চেষ্টা করে— শত অভাব অনটনের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম সহানুভূতির সম্পর্কটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সামান্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে— মানুষের শাশ্বত সম্পর্কের এই দিকটি বাইরের ঝড় ঝাপ্টায় আজও অক্ষত

আর একদিকে প্রধান সেই বড় বাড়ীর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে: "আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে, তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু— কিছু কানে শোন না? অন্তর কি তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু?..."

।। চতুর্থ দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [হারু দত্তের বাড়ি, দুপুরবেলা সামনের বারান্দায়, জল-চৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। অদূরে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক; বালবিধবা খুকীর মা—হারু দত্তের মুখোমুখি বসে কথা বলছে। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।]

হারু দত্ত গ্রামের অল্প বয়সী মেয়েদের কলকাতায় চালান করে কালীধনের মতো চরিত্রহীন মজুতদারের লালসা মেটাবার জন্যে। খুকীর মা এ-কাজে তাকে সাহায্য করে। সে দত্তের মহিমা কীর্ত্তন করে, হয়ত বা দত্তের কামসঙ্গিনীও ছিল একদিন—তার সঙ্গে দত্তের কথা বলার সময় সেইরকম অনুরাগের হাবভাবই প্রকাশ পায়। চন্দর নামক জনৈক প্রৌঢ় অভাবীলোক সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে তার মেয়েকে বিক্রী করে হারু দত্তের কাছে। হারু দত্ত নৌকা করে কলকাতায় চালান দেয় এই সব মেয়েদের। চন্দর কান্নায় ভেঙে পড়ে— "মেয়ে বিক্রি করলাম আমি! মাতিরে আমি বেচে ফেললাম (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী।"

।। পঞ্চম দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে; আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটায় মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে যেন আক্রোশে ফুঁসছে।]

নিরঞ্জন তার স্ত্রী বিনোদিনীকে সেবাশ্রমে আবিষ্কার করে। বিনোদিনীর মুখে হারু দত্তের অত্যাচারের কথা সব জানতে পারে। কালীধনের গোমস্তা রাজীব তাদের দুজনকে একজায়গায় দেখে ভাবে প্রেমালাপ করছে এবং শাসায় মনিব দেখলে তাকে আর রক্ষা রাখবে না। চেঁচামেচিতে কালীধন এসে পড়ে এবং সব শুনে নিরঞ্জনকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিরঞ্জন বিনোদিনীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়ে। হারু দত্ত দুটি মেয়েকে নিয়ে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। উভয়ের মধ্যে গদগদভাবে চলে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ প্রভৃতি জ্ঞাপন। এমন সময় সহসা জনকয়েক কনষ্টেবলসহ পুলিশ দারোগা প্রবেশ করেন, সঙ্গে নিরঞ্জন এবং কয়েকজন ভদ্র ব্যক্তি। দারোগা নিরঞ্জনের কাছ থেকে কালীধনের সওয়া লাখ মণের মত চালের সন্ধান পেয়ে এবং মেয়ে চালানের বৃত্তান্ত জেনে কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যান। হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে চোখে চোখে ইঙ্গিত করে—যে ইঙ্গিতের গূঢ়ার্থ হাতকড়ি ছাড়াতে ওদের কোন অসুবিধাই হবে না।

Scanned by CamScanner